পঁচাশির বান

বান বান সাবধান হড়্হড়্ শব্দ,
আসিছে সুমুখ পানে করিবে গো জব্দ।
এল এল ওই ওঠ
বিল্ডিং খুঁজে ছোট
আসেনি এমন বান বিংশতি অব্দ।
হড়্হড়্ শব্দ।।
বুড়া বলে এই জলে করিতেছ হুল্লোড়?
দেখনি কখনো বান তাই এত গোলশোর।
আসিবে তো পথে পথে
যাইবেও সাথে সাথে
হইবে না কোন ক্ষতি ভাঙ্গিবে না ঘরদোর।
করিতেছ হুল্লোড়।।
(হ্যালো, হ্যালো! অজয়ের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। আপনারা পাকা বাড়িতে আশ্রয় নিন।)
এবে ভাঙ্গিয়াছে বাঁধ ঐ শুনো হৈচৈ,
তবু নাক তরে বুড়া বলে শুধু, 'কৈ কৈ?'
নাতি পড়িয়াছে ফেরে
দেখে গিয়ে উঠে পাড়ে
বলে, 'বুড়া ঐ দেখ পানিতে যে থৈ থৈ।
ঐ শুনো হৈচৈ।।
হৈহৈ হায় হায়ে লোক ছুটে দুর্বার,
ঐ ঐ ঢুকে গাঁয়ে করি সব চুরমার।
বুড়া নাহি বলে কথা
গেছে উন্নাসিকতা
নাতি ভাবে যাবে দাদু নহে সে তো ঘুরবার।
লোক ছুটে দুর্বার।।
'সালেমা! সালেমা! ঘর খুইলা দে মা,
হাঁকে বুড়া 'এল বান হাঁড়ি আছে কাঁধে মা।
সব বুঝি যায় ভেসে
ঘরটাও যাবে ফেঁসে
যত পারে নাতিটা আসবাব বাঁধে মা।
ঘর খুইলা দে মা।।'

ঘরের দরজা খুলিয়া দিলে বৃদ্ধ সালেমার পাকা বাড়ির দ্বিতলে উঠিয়া বসিল। বন্যা তখন ধীরে ধীরে বৃদ্ধিলাভ করিতেছিল।

দুই তলে উঠে বুড়া বুকে যেন লাগে চাপ,
ভাবেনি এমন হবে দেখেনি তাহার বাপ।
বাপ বলে ছাড়ে শ্বাস
হল বুঝি সর্বনাশ
গ্রাম যেন রহিবে না ভিটে-মাটি হবে সাফ।
বুকে যেন লাগে চাপ।।

বিংশতি-দ্বাবিংশতি অব্দ পূর্বে যে প্লাবন ঘটিয়াছিল, তাহা ছিল ইহা অপেক্ষা অনেকখানি স্বল্পায়তনের।

ছাদ হতে বুড়া চেয়ে দেখে জুলজুলিয়ে,
বান ঘরে ঢুকে গেছে রেগে গাল ফুলিয়ে।
খক্ খক্ ক'রে কেশে

চেয়ে থাকে অনিমেষে
দেখে তার ঘর ভেঙ্গে গেল ধূলা উড়িয়ে।
দেখে জুলজুলিয়ে।।
মাটি জলে মিশে গেল ভেসে গেল চালটা,
অমনি পড়িল বুড়া খেয়ে পিছ-পাল্টা।
হাড্ডি হইল চুন্ন
জ্ঞানও হইল শূন্য
সাথে ছাড়িয়াছে বুড়া জীবনের হালটা।
ভেসে গেল চালটা।।
কত কি ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বৃদ্ধের লাশও ভাসিয়ে দেওয়া হইল।
গরু ভেঁড়া ভেসে যায়, ভেঁসে যায় হংস,
রহিবে না কোন কিছু হবে সবি ধ্বংস।
কত সব সারি সারি
ভেঁসে যায় বাড়ি গাড়ি
ঐ দেখো কত সাপ ধরে আছে বংশ।
ভেঁসে যায় হংস।।
ঐ ত্রাহি ত্রাহি রবে ভাঁসে কত শত নর,
ডুবে ওঠে স্রোতমুখে ভাঁসে হয়ে মরমর।
ঐ দেখো কত নারী
বদনে নাহিক শাড়ি
এই উঠে চিৎকারে এই ডুবে ভরভর।
ভাঁসে কত শত নর।।